127

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 29 DEC 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ৭ ...

চট্টগ্রামে শিবিরের সন্ত্রাস ও তিন ছাত্রের মৃত্যু

চট্টগ্রামে আরো ৩ জন নিরীহ ছাত্র জীবন দিয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংঘর্ষ, প্রতিপক্ষের উপর হামলা, পাল্টা হামলার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু গত শুক্রবার ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীরা বিনা উস্কানিতে সম্পূর্ণ ঠান্ডা মাথায় ছাত্রলীগের ৩ জন নেতা-কর্মীকে ব্রাশ ফায়ারে যেভাবে হত্যা করেছে তার নজির কম। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মোটর সাইকেল-যোগে চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা থেকে রওয়ানা হয়ে নাসিরাবাদে ছাত্রলীগের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিল। বি ব্লকের ৯ নম্বর রোডের মাথায় আসার সাথে সাথে সাদা প্রাইভেট কারে আসা সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে। পরে সন্ত্রাসীরা ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে এলাকা থেকে দ্রুত চম্পট দেয়। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, সন্ত্রাসীরা অত্যাধুনিক এ কে ৪৭ রাইফেল ব্যবহার করেছে এই হত্যাকান্ডে। নিহত তিন ছাত্রের মধ্যে এনাম নামে একজন ঘটনাস্থলে মারা যায়। অন্য দু'জন হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়।

চট্টগ্রামে সেদিন শিবিরের কোন সভা-সমাবেশ ছিল না- যা উপলক্ষ করে সংঘাত বা এ ধরনের হত্যাকান্ড ঘটতে পারে। প্রতিপক্ষ কোন সংগঠন শিবিরের অফিসে হামলাও চালায়নি। শিবিরের সন্ত্রাসীরা সম্পূর্ণ ঠান্ডা মাথায় এই হত্যাকান্ড চালিয়েছে। এ হত্যা অভিযানে তারা কোন সেকেলে পিস্তল বা বন্দুক ব্যবহার করেনি। করেছে এ কে ৪৭ রাইফেল। প্রশ্ন হলো, এই অত্যাধুনিক অস্ত্রটি শিবির নামীয় সন্ত্রাসীদের হাতে গেল কিভাবে?

শোনা যায়, বিভিন্ন স্থান থেকে তাড়া পেয়ে শিবিরের সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রামে তাদের ঘাঁটি শক্ত করেছে। রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলে তাদের দৌরাত্ম্য ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চলছে সমানতালে। কিছু দিন আগে শিবির ধর্মঘট অবরোধ ডেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলো। শিবিরের সন্ত্রাসীদের হাতে গত কয়েক মাসে প্রতিপক্ষ সংগঠনের একাধিক নেতা-কর্মী নিহত হয়েছে। আর চট্টগ্রাম শহরটি তো বলা যায় শিবিরসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মাসখানেক আগে বিরোধী দলের সমাবেশ ও হরতালকে সামনে রেখে অপর একটি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মিলে শিবিরের সন্ত্রাসীরা ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটেও অংশ নিয়েছিল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কার্যকর ও ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তার অন্যতম কারণ চট্টগ্রামের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন এরকম একটি মহল শিবিরসহ বিভিন্ন সংগঠনের সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। কোন মামলায় শিবিরকর্মীরা গ্রেফতার হলে পরক্ষণে তাকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য পুলিশের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। ফলে সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রামে শিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। যার সর্বশেষ নজির গত শুক্রবারের ব্রাশ ফায়ারে তিন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীর মৃত্যু। শিবির প্রতিপক্ষ নেতা-কর্মীদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং সেই হত্যার দায়দায়িত্বও অন্যের উপর চাপাতে চাইছে। শুক্রবারের ঘটনার পর মহল বিশেষ একে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ বিরোধের পরিণতি বলে প্রচার চালাচ্ছে। এ ধরনের প্রচারণা অপরাধীকে কেবল উৎসাহিত করবে না, বরং চট্টগ্রামের নিরীহ ও শান্তিকামী মানুষের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলবে। চট্টগ্রামে তিন ছাত্র হত্যার জন্য দায়ী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই সেখানে শান্তিকামী মানুষের স্বস্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা যায়। রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, শক্ত হাতে ব্যবস্থা নিলে শিবিরের বীর পুঙ্গবরা লেজ গুটিয়ে পালাতে দেরি করে না। কাজেই যেমন প্রাণী তেমন মুগুর ব্যবহার করতে চট্টগ্রামে প্রশাসন দ্বিধাগ্রস্ত কেন?